দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 19 AUG 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

প্রণীত হচ্ছে দেশের প্রথম শিক্ষা আইন

প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে বেতন-ভাতা বাতিল

□ ফারুক হোসাইন

প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বাণিজ্যে শিক্ষকদের জড়িত থাকার বিষয় প্রমাণিত হলে বাতিল করা হবে বেতন-ভাতা। এসএসসি এবং এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পর পর দুই বছর পাসের হার ৭০ শতাংশের কম হলেও নেয়া হবে একই রকম ব্যবস্থা (এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫ এর কম হতে পারবে না)। এছাড়া এনসিটিবি বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত নয় এরকম পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবই অনুসরণ, ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে, অসদাচরণ বা দায়িত্বে অবহেলা প্রমাণিত হলেও শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাতিলের বিধান রেখেই প্রণয়ন করা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা আইন-২০১৩। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর সুপারিশের আলোকে শিক্ষা

পৃঃ ১৫ কঃ

প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয় এই আইনের খসড়া প্রণয়ন করেছে। খসড়াটি আরও যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করতে চলছে জনমত যাচাই। ৬৫টি ধারা সম্বলিত ২৫ পৃষ্ঠার খসড়া আইনে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাতিলের বিধান রেখে যেমন আইন থাকছে তেমনি থাকছে তাদের ভালো কাজের স্বীকৃতি ও পুরস্কার। শিক্ষার মান উন্নয়নে গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বন্ধের বিধান থাকছে। গাইড বই, নোট বই তৈরী এবং সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মুখস্থ বিদ্যা নিরুৎসাহিত করতে সব পরীক্ষা সৃজনশীল পদ্ধতিতে নেয়া হবে। পরীক্ষা পাসের সনদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মা-বাবা উভয়ের নাম উল্লেখ থাকবে।

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বেতন-ভাতা বাতিলের বিধানের পাশাপাশি খসড়া শিক্ষা আইনে তাদের কর্ম মূল্যায়নের বিধান থাকছে। ভালো কাজের জন্য ও গুণগত পাঠ দানের স্বীকৃতির পাশাপাশি থাকছে উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্টসহ নানাবিধ সুবিধা। আইনে বলা হয়েছে, সকল স্তরের শিক্ষকদের কর্ম মূল্যায়নের ভিত্তিতে ভালো কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সনদ প্রদান, দেশে বা বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট বা উৎসাহ বোনাস, পছন্দ অনুসারে উপযুক্ত পোস্টিং প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অদক্ষতা, কর্তব্যে অবহেলা বা মন্দ কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করা হবে। দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পদায়ন বা অবস্থানের জন্য শিক্ষককে বিশেষ ভাতা প্রদান করা হবে। পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় রোধ করতে শিক্ষকদের জন্য বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথাও আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষককে শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের বাইরে অন্য কোন কাজে সম্পৃক্ত রাখা যাবে না।

নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, জাতীয়করণ, এমপিও প্রদান ও পরিচালনা সম্পর্কে শিক্ষা আইনে বলা হয়েছে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি, জনবল কাঠামো এবং বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও মন্ত্রণালয় বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পরিপত্র বা নীতিমালা এবং নির্দেশিকার অধীনে প্রদান করবে। প্রতিটি উপজেলায় অন্তত একটি সরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও একটি সরকারি কলেজ নিশ্চিত করার জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা জাতীয়করণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। আদালতের আদেশ ছাড়া স্থগিতকৃত এমপিওর কোনো বকেয়া প্রদান করা হবে না। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে মামলা বা অন্য কোনো কারণে এমপিও উত্তোলন সম্ভব না হলে পরে বকেয়া হিসেবে এমপিওর টাকা উত্তোলন করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করবে।

শিক্ষায় অর্থায়নের বিষয়ে খসড়া আইনে রয়েছে, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে পরিচালিত হবে। শিক্ষার প্রয়োজনীয় অর্থায়নে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের পাশাপাশি অন্যান্য উৎস থেকে বিভিন্ন অর্থায়ন উৎসাহিত করা হবে। কোনো করদাতা শিক্ষা খাতে অর্থ সাহায্য করলে তাকে কর রেয়াতযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য করা হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর সুপারিশের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে প্রথমবারের মতো শিক্ষা আইন-২০১৩ এর খসড়া প্রণয়ন করেছে। খসড়ার উপর শিক্ষাবিদ ও সমাজের সকল স্তরের জনগণের এবং দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মতামত বা পরামর্শ থাকলে ২৫ আগস্টের মধ্যে চাওয়া হয়েছে।